ভিএইচপির আন্তর্জাতিক সভাপতি নির্বাচন স্থগিত

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক সভাপতি পদে নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। সংগঠনের ইতিহাসে এই ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন বলে জানা গিয়েছে। যদিও এবিষয়ে সরকারিভাবে কোনো মত জানায়নি ভিএইচপি। সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক সভাপতি পদের দুজন দাবিদার। তাঁদের একজন রাঘবা রেড্ডি। ২০১১ সাল থেকে পরপর ২ বার ভিএইচপির আন্তর্জাতিক সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এবারেও এই পদের প্রধান দাবিদার ছিলেন তিনিই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হন পরিষদের একাংশ। রেড্ডি বিরোধীরা আন্তর্জাতিক সহসভাপতি তথা হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর ভি কোকজের হয়ে সওয়াল করেছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে ভিএইচপির ট্রাস্টিবোর্ডের বৈঠক হয়। দেশ-বিদেশের প্রায় ২০০ ট্রাস্টির অধিকাংশই রেড্ডিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু দু-পক্ষের টানাপোড়েনের জেরে শেষপর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভিএইচপির এক নেতা জানান, আন্তর্জাতিক সভাপতি পদ নিয়ে ভোটাভুটি হতে পারে। নতুন সভাপতি কার্যকরী সভাপতিকে নিযুক্ত করেন। সভাপতি নির্বাচন পর্যন্ত সম্ভবত বর্তমান কার্যকরী সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া দায়িত্ব সামলাবেন।

মানবিক সুষমা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ বিদেশের মাটিতে ভারতীয়রা কোনো সমস্যায় পড়লেই ত্রাতার ভূমিকায় দেখা যায় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে। বিদেশমন্ত্রীকে করা একটি টুইট যে জটিল পরিস্থিতিকে সহজ করে দিতে পারে ফের তার প্রমাণ মিলল। বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তি সুষমাকে টুইট করে জানান, তাঁর এক বন্ধু মায়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে ফিরছিলেন। পথে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আচমকা বন্ধুটির মৃত্যু হয়। বহুক্ষণ বিমানবন্দরেই ছেলের মৃতদেহ আগলে বসেছিলেন মা। বিষয়টি জানতে পেরে বিদেশমন্ত্রীকে টুইট করেন মৃতের বন্ধু। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানবন্দরে পৌঁছে যান মালয়েশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকরা। তাঁরা ওই মহিলা ও তাঁর ছেলের মৃতদেহটি দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, মালয়েশিয়া থেকে তাঁদের চেন্নাই নিয়ে আসা হয়েছে। মৃতের পরিবারকে সবরকমভাবে সাহায্য করছে সরকার।

নীরজা হত্যা

৪ বিমান ছিনতাইকারীর ছবি প্রকাশ

ওয়াশিংটন, ১২ জানুয়ারি ঃ প্যান অ্যাম-৭৩ বিমানের ছিনতাইকারীদের সন্ধানে ফের তৎপর হয়েছেন এফবিআই (ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন)-এর গোয়েন্দারা। মুম্বই থেকে নিউ ইয়র্কগামী বিমানটিকে জঙ্গিরা ছিনতাই করে করাচি নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৬-র ঘটনা। কর্তৃপক্ষ ছিনতাইকারীদের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় বিমানকর্মী ও যাত্রী মিলিয়ে ২০ জনকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। যাত্রীদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারান বিমানকর্মী নীরজা ভানোট। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত চার ছিনতাইকারীর এখনকার ছবি প্রকাশ করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাটি। ওই চারজন হল ওয়াদাউদ মহম্মদ হাফিজ এল-তুরকি, জামাল সঈদ আবদুল রহিম, মহম্মদ আবদুল্লা খালিল হুসেন এবং মহম্মদ আহমেদ অল মুনাওয়ার। তাদের নাম রয়েছে এফবিআই-এর 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার তরফে প্রত্যেকের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও India No.1 SEX চিকিৎসা
ভারত সরকার স্বীকৃত, সেরা গুনমানের Seal Pack ঔষধ মাত্র 900 ও 1700 টাকায় ফুল্লা কোর্স
(No Extra Charge) প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু
সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন (৩০-৬০ মিনিট বাড়ে) স্বপ্নদোষ, ধাতুপাতলা, ক্ষুদ্র লিঙ্গ, ১০০% গ্যারান্টি
যৌবনের শুরুতে যৌন শক্তি অপচয় করে দুর্বল হয়ে পড়েছেন? ভরপুর যৌবন শক্তি রি-গেন করতে "রিগেনার ক্যাপসুল" নিন - মাত্র 565 টাকায়
জার্মান তেল মাত্র 199 টাকা, American HQ- লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র
আস্থা আয়ুর্বেদ ™
শিলিগুড়ি জংশনের বিপরীতে, দিল্লী হোটেলের পাশে
9564639095, 9933719295

সব বিজ্ঞাপন দেখুন, তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
চিকিৎসা করাতে হলে ডাক্তারের নাম দেখে চিকিৎসা করান
সুচিকিৎসার জন্য ভেলোর, চেন্নাই বা কলকাতাতে ছুটতে হবে না
এখন কোচবিহারে ভারত বিখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ
"সিনিয়র আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল অফিসার"
ডাঃ সুপ্রকাশ কুন্ডু
১৮ বছর ধরে লক্ষাধিক রোগী উপকৃত
নার্ভের দুর্বলতা, কিডনি, লিভার, বাত, সোরাইসিস, শ্বেতী ও অনান্য চর্মরোগ, অর্শ, চুল, পেটের রোগ, হাঁপানি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, শীঘ্রপতন, লিঙ্গ শিথিলতা/ক্ষুদ্রতা সহ যে কোনো যৌন সমস্যার ১০০% সুচিকিৎসা
স্থান : আত্রেয় আয়ুর্বেদ
তেঁতুলতলা মোড়, বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার
☎ 98324 40355 / 03582 226995
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন

ইসরোর শততম উৎক্ষেপণ সফল

অভিনন্দন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর ● উদ্‌বেগ পাকিস্তানের

শ্রীহরিকোটায় ইসরোর চেয়ারম্যান কিরণ কুমার এবং অন্য আধিকারিকরা। – পিটিআই

শ্রীহরিকোটা, ১২ জানুয়ারি ঃ নববর্ষটা চোখধাঁধানো সাফল্য দিয়েই শুরু হল ইসরোর। শুক্রবার সকালে মহাকাশে পাড়ি দিল শততম উপগ্রহ।

শুক্রবার সকাল ৯টা ২৮ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ৩১টি উপগ্রহ নিয়ে সফল উৎক্ষেপণ হল উপগ্রহবাহী রকেট পিএসএলভি-সি৪০-র। উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর ইসরোর বিদায়ি চেয়ারপার্সন এএস কিরণ কুমার বললেন, 'বেশ চিন্তায় ছিলাম। এখন হালকা লাগছে। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি। প্রমাণ হয়ে গেল, আমরাও পারি।' তিনি বলেন, 'এ দিন ৬টি দেশের মোট ৩১টি উপগ্রহ নিয়ে পিএসএলভি রকেট মহাকাশে গিয়েছে। সবকিছুই হয়েছে পরিকল্পনামাফিক। তাপ নিরোধক ব্যবস্থায় যে সমস্যা ছিল, তা মেরামত করা হয়েছে।' আজকের উৎক্ষেপণ ইসরোর পক্ষ থেকে দেশকে নববর্ষের উপহার বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ইসরোর তরফে বলা হয়েছে, ৩১টি উপগ্রহের মধ্যে রয়েছে ভারতের কার্টোস্যাট-২ সিরিজের একটি উপগ্রহ। এই উপগ্রহটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করবে। এ ছাড়া ১০০ কেজি ওজনের একটি মাইক্রো এবং ১০ কেজি ওজনের একটি ন্যানো উপগ্রহও পাঠানো হয়েছে। অবশিষ্ট ২৮টির মধ্যে রয়েছে কানাডা, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, কোরিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার উপগ্রহ। ৩১টি উপগ্রহের মোট ওজন ১,৩২৩ কেজি। উৎক্ষেপণের মুহূর্ত থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছোতে পিএসএলভি-সি৪০-এর সময় লেগেছে ২ ঘণ্টা ২১ মিনিট। দু'টি আলাদা কক্ষপথে পাঠানো হয় উপগ্রহগুলিকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫৫০ কিলোমিটার দূরে ৩০টি এবং ৩৫৯ কিলোমিটার দূরে আর একটি উপগ্রহকে বসানো হয়। ইসরোর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, একটি মাত্র মিশনে দু'টি আলাদা কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপনের কাজটি বেশ কঠিন ছিল। সেই কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত বছর আগস্টে পিএসএলভি-সি৩৯ রকেটের মাধ্যমে নেভিগেশন উপগ্রহ আইআরএনএসএস-১এইচ পাঠিয়েছিল ইসরো। কিন্তু সেই উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হয়। সেই মিশনের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা মাথায় রেখেই এ বার আরও ভালোভাবে তৈরি হয়ে মিশন সফল করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন বিজ্ঞানীরা। এ দিনের সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ পদাধিকারীরা। এ ছাড়া আম আদমি পার্টিও তাদের অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানায়। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেন, 'ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই সাফল্যের জন্য গোটা দেশ আনন্দিত, গর্বিত।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'মহাকাশ গবেষণায় ভারতের এই সাফল্য দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল। এর ফলে ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে কৃষক, মৎস্যজীবীরাও।' অন্যদিকে, ভারতের সফল কার্টোস্যাট উৎক্ষেপণে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে পাকিস্তান। উৎক্ষেপণের চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তারা এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, এই ধরনের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট করবে। পাক বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মহম্মদ ফয়জলের কথায়, 'ভারত যে ৩১টি নজরদার উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে, তার ব্যবহার অসামরিক ও সামরিক দু'ভাবেই হতে পারে। এই ধরনের কাজ চিন্তায় রাখবে পড়শি দেশগুলোকে।'

সবজির সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দিতে আর্জি সংঘের

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ সবজির সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সংঘ পরিবারের কৃষক সংগঠন ভারতীয় কিষান সংঘ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক মোহিনী মোহন মিশ্র বলেছেন, 'সব ধরনের সবজি ও কৃষিপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় রাশ টানা জরুরি।' তিনি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'চাষিরা যেখানে কেজি প্রতি টম্যাটো ৫ টাকায় বিক্রি করছেন, সেখানে পাইকারি বাজারে সেই টম্যাটোই বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ৩০ টাকায়। এর পর সাধারণ ক্রেতাকে খুচরো বাজারে টম্যাটো কিনতে হচ্ছে প্রতি কেজি ৫০ টাকা দিয়ে। এটা অন্যায়।' তাঁর বক্তব্য, 'এক দিকে, সবজি উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল খুচরো বাজার থেকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে চাষিদের। অথচ উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময় তাঁরা সর্বনিম্ন মূল্য পাচ্ছেন। পণ্য কেনার সময় মান্ডি তাঁদের সর্বোচ্চ পাইকারি মূল্য দিচ্ছে না। কৃষকদের কোনো লাভ হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা চলতে পারে না।' মিশ্র বলেন, 'গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড়ো বাজার অন্ধ্রপ্রদেশের মদনপাল্লেমে টম্যাটো বিক্রি হয়েছে কেজি প্রতি ৬.৪০ টাকা দরে। অথচ সেই টম্যাটো এসেছে যে কুরনুল ও অনন্তপুর থেকে, সেখানকার কৃষকদের তা বিক্রি করতে হয়েছে কেজি প্রতি ৬৫ পয়সা দরে। অর্থাৎ, খোলা বাজারের দামের থেকে ৮৮৫ শতাংশ কম দাম পেয়েছেন উৎপাদক কৃষকরা।'

সংঘ পরিবারের কৃষক নেতার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কৃষকরা যাতে পণ্য বেচে সর্বোচ্চ লাভ করতে পারে, তার জন্য মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস (এমএসপি) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানো হবে। কিন্তু এটা নিছকই কথার কথা। ভোটের বাজারে ফায়দা তুলতে তারা কৃষকদের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বরং মজুতদারদের সুবিধা করে দিতে সরকার এমএসপি বাড়াচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, ভোট রাজনীতির কথা মাথায় রেখেই এটা করা হচ্ছে। কৃষকদের স্বার্থ না দেখে, খুশি করা হচ্ছে ধনী মজুতদারদের। কারণ, মজুতদাররা দলীয় তহবিলে মোটা চাঁদা দেন। আর টাকা ছাড়া ভোট হয় না। এর সুফল কিছুটা হলেও পাচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা। যদি আলু, পেঁয়াজ, টম্যাটোর দাম বাড়ে তা হলে সরকারের মুখ পুড়বে। বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হবে সরকারকে। এই কারণে তারা এমএসপি বাড়াতে চাইছে না।

মিশ্র জানান, এই মুহূর্তে একমাত্র পঞ্জাব ও হরিয়ানায় সবজি জাতীয় পণ্যের এমএসপি চালু আছে। বর্তমানে সরকার মাত্র ২৩টি কৃষিপণ্যের এমএসপি ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের উচিত সব ধরনের কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এটা চালু করা। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং সম্প্রতি সংসদে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন, কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য (এমএসপি) পাচ্ছেন না। সরকার চেষ্টা করছে প্রতিটি পণ্যের দাম নির্দিষ্ট করে দিতে, যাতে ফসল বিক্রি করা কৃষকদের কাছে লাভজনক হয়ে ওঠে।

ভারত দুর্বল নয় জানালেন সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ চিন শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু ভারত দুর্বল নয়। রাজধানীতে ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)-র এক কর্মশালায় সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত একথা বলেছেন। তিনি বলেন, যেকোনো বিদেশি আগ্রাসনের মোকাবিলায় ভারতীয় সেনা প্রস্তুত। চিনের মোকাবিলায় ভারতের সক্ষমতার কথা উল্লেখ করে সেনাপ্রধানের বক্তব্য, এক্ষেত্রে এক ইঞ্চি জমিও ভারত ছাড়বে না। অর্থ, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলিকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা শুরু করেছে চিন। কয়েকটি দেশে সেনাঘাঁটি গড়তেও তৎপর হয়েছে তারা। এপ্রসঙ্গে সেনাপ্রধানের বক্তব্য, ভারততা হতে দেবে না। দেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে নজর দেওয়ার যে সময় এসেছে, প্রতিবেশী দেশকে উদ্দেশ্য করে বার্তা দেওয়ার ফাঁকে জানিয়েছেন সেকথাও। রাসায়নিক, জৈব ও পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি সম্পর্কে রাওয়াত বলেছেন, এরকম কিছু ঘটলে বিশ্ব শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঘুরে দাঁড়াতে অনেক সময় লাগবে। চিনের পাশাপাশি পাকিস্তানকেও একহাত নিয়েছেন সেনাপ্রধান। সন্ত্রাস মোকাবিলায় পাকিস্তানের প্রতি বিরক্ত আমেরিকা সম্প্রতি ইসলামাবাদকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, পাকিস্তানে এর প্রভাব দেখার অপেক্ষায় রয়েছে ভারত।

ঠিকানার প্রমাণপত্র নয় পাসপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ পাসপোর্টকে আর ঠিকানার বৈধ প্রমাণপত্র হিসেবে পেশ করা যাবে না। কারণ নতুন পাসপোর্টের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় পাসপোর্টধারীর ঠিকানা লেখা থাকবে না। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের পাসপোর্ট ও ভিসা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি সুরেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, নতুন পাসপোর্টে এই পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য পাসপোর্টধারী সম্পর্কে তথ্যাদি সুরক্ষিত রাখার জন্যই নতুন পাসপোর্টের শেষ পৃষ্ঠা ফাঁকা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নতুন পাসপোর্ট এলেও পুরোনো পাসপোর্টগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। বর্তমানে পাসপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠায় পাসপোর্টধারীর নাম, ছবি সহ অন্যান্য তথ্য থাকে। শেষ পৃষ্ঠায় থাকে পাসপোর্টধারীর ঠিকানা। তবে পাসপোর্টধারীর ঠিকানা লেখা না থাকলেও বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সংস্থা এবং অভিবাসন দপ্তরের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জানা কঠিন কোনো কাজ নয়। পাসপোর্টের পিছনে যে বারকোড থাকে তা স্ক্যান করেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে পারবে অভিবাসন দপ্তর ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। পাসপোর্টের রংও বদলাতে চলেছে কেন্দ্র। বর্তমানে তিনটি রংয়ের পাসপোর্ট রয়েছে ভারতে। সরকারি আধিকারিক ও সরকারি কাজের জন্য বিদেশে যেতে হয় যে সমস্ত ব্যক্তিদের, তাঁদের জন্য সাদা রংয়ের পাসপোর্ট। কূটনীতিকদের জন্য লাল রংয়ের পাসপোর্ট। বাকিদের জন্য নীল রংয়ের পাসপোর্ট। অভিবাসন দপ্তরে যাঁদের তল্লাশি হয় এবং যাঁদের এই তল্লাশির প্রয়োজন হয় না তাঁদের জন্য বরাদ্দ করা হয় এই নীল রংয়ের পাসপোর্ট। জানা গিয়েছে, যাঁদের তল্লাশির প্রয়োজন হয় তাঁদের কমলা রংয়ের পাসপোর্ট দেওয়া হবে। এতে অভিবাসন দপ্তরের কাজ আরও দ্রুত হবে বলে জানিয়েছেন সুরেন্দ্র কুমার।

ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে তদন্তে রেল

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ সাত ব্যক্তিকে চাকরির ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়ার অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়। নিয়োগপত্রে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর সই যে নকল তার উল্লেখ করা হয়েছে এফআইআরে। আধিকারিকদের অনুমান, রেলে ভুয়ো চাকরি দেওয়ার পিছনে একটি চক্র কাজ করছে। দিল্লির রেলভবনেই সাত মাস আগে ইনটারভিউ হয়েছিল ফরিদাবাদের এক বাসিন্দার। টিকিট পরীক্ষকের পদের জন্য তিনি ইনটারভিউ দিয়েছিলেন। চাকরি যাতে হয় সেজন্য তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে হয়েছিল। ভূষণ শর্মা নামে এক ব্যক্তি পুরো বিষয়টির তদারকিতে ছিলেন। টাকা তাঁকেই দেওয়া হয় বলে এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুয়ো চাকরির অভিযোগ দায়ের করেন আরও কয়েকজন ব্যক্তি। সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের গোড়ায় সাত ব্যক্তির কাছে ডাকযোগে ভুয়ো নিয়োগপত্র গিয়েছিল। কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের রেলের সদর দপ্তরে ডিভিশনাল পার্সোনাল অফিসারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ ছিল নিয়োগপত্রে। যথাসময়ে তাঁরা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছোলে নিয়োগপত্র পরীক্ষার সময় পুরো বিষয়টি ধরা পড়ে যায়। রেলের তদন্তকারী অফিসাররা এখন সিসিটিভির ফুটেজ পেতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। সূত্রের খবর, ভুয়ো ইনটারভিউ নেওয়া হয় রেলভবনের ৯ নম্বর ঘরে। সেখানে সিসিটিভির ব্যবস্থা নেই বলে জানিয়েছেন রেলেরই এক পদস্থ কর্তা।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বিচার গিলানি-জামাতার

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ হুরিয়ত প্রধান এসএএস গিলানির জামাই আলতাফের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (ইউএপিএ) মামলা করার অনুমতি চেয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা-এনআইএ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে এবিষয়ে বার্তা পাঠিয়েছে তারা। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাতে সাড়া দিতে পারে। আলতাফের পাশাপাশি আরও আটজনের বিরুদ্ধে একই আইনে মামলা করতে চায় এনআইএ। তাঁদের ক্ষেত্রেও সম্মতি মিলবে বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। পাকিস্তান থেকে হাওয়ালা মারফত অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ নাশকতার কাজে লাগানো হত বলে অভিযোগ রয়েছে গিলানির জামাই এবং তাঁর আট বিচ্ছিন্নতাবাদী শাগরেদের বিরুদ্ধে। হিজবুল কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর অশান্ত কাশ্মীরে পাথর ছোড়ার ঘটনার পিছনেও তাঁদেরই মদত রয়েছে। তদন্তে নেমে এনআইএর গোয়েন্দারা এমন বহু অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর আলতাফ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ প্রয়োগ করতে চায়। খুব তাড়াতাড়ি তাতে ছাড়পত্রও মিলবে বলে জানা গিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে কয়েক মাস আগেই দূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে দীনেশ্বর শর্মাকে। হুরিয়ত সহ সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য তাঁকে ছাড়পত্র দেওয়া হলেও হুরিয়ত তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসবে না বলে জানিয়েছে। এবার হুরিয়ত প্রধানের জামাইয়ের বিরুদ্ধেই কড়া আইন প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আলতাফ সহ নয়জনকে গতবছর জুলাইয়ে গ্রেফতার করা হয়। এমাসেই তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এনআইএর এক মুখপাত্র।

গবেষক জঙ্গি দলে, নজরদারি বাড়াল আলিগড়

আলিগড়, ১২ জানুয়ারি ঃ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের গবেষক মান্নান ওয়ানি হিজবুল মুজাহিদিনে যোগ দেওয়ার পর নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে তারা দুই সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। অধ্যাপক এসএইচ আরিফের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্নান ওয়ানির কার্যক্রম খতিয়ে দেখে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আলিগড়ে সাড়ে চার বছর ছিলেন মান্নান ওয়ানি। ওই সময় তিনি কী করতেন, কাদের সঙ্গে মিশতেন, কোন অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর দপ্তরে বহিরাগতদের আনাগোনা ছিল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে কমিটি খোঁজখবর করা শুরুও করেছে বলে খবর। কমিটির দ্বিতীয় সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে অধ্যাপক কমলেশ চন্দ্রকে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার দিনেও তাঁর ঘরে পড়ুয়াদের ভিড় ছিল বলে শুনেছি। কার কার সঙ্গে মান্নানের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র এস সফি কিদোয়াই বলেন, পরিস্থিতি বিচার করে সতর্কতা জারি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও ওয়ার্ডেনরা পালা করে দপ্তরে দপ্তরে টহল দিচ্ছেন। নজর রাখা হচ্ছে বাইরের লোকজনের যাতায়াত নিয়েও। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বহিরাগতদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে পড়ুয়াদের। এই বিষয়ে অধ্যাপকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই যাতে তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়, সেই বিষয়েও সচেতন করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

দিন কয়েক আগেই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মান্নান বশির ওয়ানি সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়েছেন খবর ছড়িয়ে যায়। এর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদিনের ছবি বদলে যায় অনেকটাই। খবরটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছোতেই তারা মান্নানকে বরখাস্ত করে গবেষণাগারে তালা ঝুলিয়ে দেয়। মান্নানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানান, গত বছর নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে চূড়ান্ত হেনস্তার পরই ২৬ বছরের পিএইচডির ছাত্রটি জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

গুজরাট-মধ্যপ্রদেশে 'পদ্মাবত'-এ নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র মিললেও দেশের অন্তত ৩টি রাজ্যে যে পদ্মাবত মুক্তি পাবে না তা স্পষ্ট হয়ে গেল। রাজস্থানের পথেই পদ্মাবত-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করল গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ সরকার। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি জানান, পদ্মাবত নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সেই কারণে রাজ্যে ছবিটি মুক্তির অনুমতি দেওয়া হবে না। একই কথা জানিয়েছে মধ্যপ্রদেশও। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের বক্তব্য, 'রানি পদ্মিনীর আত্মত্যাগের সঙ্গে রাজপুতদের আবেগ জড়িত। তিনি রাজস্থানের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক। ছবিটি নিয়ে আপত্তি রয়েছে রাজপুতদের। তাঁদের আবেগকে সম্মান জানিয়েই মধ্যপ্রদেশে পদ্মাবত-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।' গত নভেম্বর মাসে রাজপুতদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শিবরাজ। এরপরেই ছবিটি নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। সেই নিষেধাজ্ঞা সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র মেলার পরেও বলবৎ রয়েছে বলে জানিয়েছেন শিবরাজ। পদ্মিনীকে 'রাষ্ট্রমাতা' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, ছবিতে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। তাই রাজ্যের সিনেমাহলগুলিতে পদ্মাবত দেখানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। কয়েকদিন আগেই ছবির পাঁচটি দৃশ্য ও নাম বদলের পর পদ্মাবত-কে ছাড়পত্র দিয়েছিল সেন্সর বোর্ড।

নীতীশ কুমারের কনভয়ে হামলা

বক্সার, ১২ জানুয়ারি ঃ নিজের রাজ্যেই জনতার রোষের মুখে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শুক্রবার বক্সার জেলার নন্দার গ্রামে নীতীশ কুমারের কনভয়ের উপর হামলা চালা গ্রামবাসীরা। কনভয় লক্ষ করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন নীতীশ। তবে তাঁর ২ নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। মূলত সরকারি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে বিকাশ সমীক্ষা যাত্রা শুরু করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। বক্সার জেলার নন্দার গ্রাম থেকেই তাঁর এই যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু যাত্রার শুরুতেই বিপত্তি। নন্দার গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁরা মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পানীয় জল, রাস্তা সংস্কার, নর্দমা তৈরি সহ এলাকার সাতটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালুর ঘোষণা হলেও কাজ শুরু হয়নি। তাই সরকারের উপর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের উপরই হামলা চালান। উত্তেজিত গ্রামবাসীদের হাত থেকে বাঁচতে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল ছাড়েন নীতীশ কুমার।

পাক ধর্ষণকাণ্ডে কড়া নির্দেশ

লাহোর, ১২ জানুয়ারি: পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের কসৌর জেলার এক বালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের আগামী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। শুক্রবার পঞ্জাব পুলিশকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে লাহোর হাইকোর্ট। এই মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোনো ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না বলেও পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঈদ মনসুর আলি শাহ। এই মামলার ব্যাপারে নগর-দায়রা বিচারকের কাছ থেকেও রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে কসৌর জেলায় গত দু বছরে সংঘটিত সমস্ত শিশু ধর্ষণ ও খুনের মামলার রিপোর্ট অবিলম্বে আদালতে জমা দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি শাহ। অন্যদিকে, এই বালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যৌথ তদন্তকারী দল (জিট)-এর প্রধান হিসেবে আরপিও মুলতান ইদ্রিয়াস আহমেদকে নিযুক্ত করেছে পাঞ্জাব সরকার। বালিকাটির বাবার দাবি মেনেই জিট-এর প্রধান আধিকারিককে বদল করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

নতুন করে আবেদনের নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ বিক্ষুব্ধ ও দলত্যাগ বিরোধী মামলায় নতুন করে আবেদনের নির্দেশ দিল সুপ্রিমকোর্ট। রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নানের তরফে আইনজীবী প্রতীম সিংহ রায় ওই মামলা দায়ের করেছিলেন। আজ সুপ্রিমকোর্টে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের মামলাটির শুনানি হয়। আবেদনকারীর আইনজীবী প্রতিম কুমার সিং রায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও হাজির ছিলেন মান্নান সহ কৌঁসুলি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। কিন্তু আবেদনকারী উপস্থিত না থাকায় বিচারপতিরা আপত্তি জানান। তিনি বিধায়ক অথবা সাংসদ কিনা বিচারপতিরা তাও জানতে চান। তখন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, আবেদনকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, তাঁরা এই মামলায় কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চান না বলেই একজন আইনজীবীর মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা বিচারপতিদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁরা বলেন, এই বিষয়ে তাঁরা শুধু কোনো বিধায়ক বা সাংসদের বক্তব্য শুনতে রাজি নন। বিচারপতিরা নতুন করে আবেদনের সুযোগ দেন। বিকাশবাবু জানান, নতুন করে তাঁরা মামলাটি সুপ্রিমকোর্টে পেশ করবেন। এবার কোনো বিধায়ক বা সাংসদের তরফে তা পেশ করা হবে।

বিশ্বসেরা নেতাদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে মোদি

হায়দরাবাদ, ১২ জানুয়ারি ঃ বিশ্বের সেরা নেতাদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর পরে রয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিয়েনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মতো নেতারাও। গ্যালপ ইনটারন্যাশনালের বার্ষিক সমীক্ষার রিপোর্টে এমনই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

রেল পরিষেবার সময়সূচিতে পরিবর্তন

অসম রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কার্যালয় সমূহের কাজ-কর্মের সময়ে পরিবর্তন ঘটানোর ফলে নিম্নে উল্লেখ অনুযায়ী যাত্রীবাহী ট্রেনসমূহের সময়সূচি **পুনর নির্ধারণ** ও সংশোধন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা **১৭-০১-২০১৮ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।** বিস্তারিত নিম্নলিখিত ধরনের ঃ

৫৫৮০১ নিউ বঙাইগাঁও - গুয়াহাটি মানস রাইনো প্যাসেঞ্জার

স্টেশন	বর্তমান		সংশোধিত	
	আগমন	প্রস্থান	আগমন	প্রস্থান
নিউ বঙাইগাঁও	—	০৪.৫০	—	০৪.২৫
বঙাইগাঁও	০৪.৫৭	০৪.৫৮	০৪.৩২	০৪.৩৩
চাপরাকাটা	০৫.০৬	০৫.০৭	০৪.৪১	০৪.৪২
বিজনি	০৫.১৭	০৫.১৮	০৪.৫৩	০৪.৫৪
পাতিলাদহ	০৫.২৮	০৫.২৯	০৫.০৪	০৫.০৫
সরভোগ	০৫.৩৮	০৫.৩৯	০৫.১৪	০৫.১৫
বরপেটা রোড	০৫.৪৯	০৫.৫০	০৫.২৫	০৫.২৬
গুয়াগাছা হল্ট	০৫.৩৪	০৫.৩৫	০৫.৩৪	০৫.৩৫
সরুপেটা	০৬.০৭	০৬.০৮	০৫.৪৩	০৫.৪৪
পাঠশালা	০৬.১৮	০৬.১৯	০৫.৫৪	০৫.৫৫
নিজসরিয়হ হল্ট	০৬.২৬	০৬.২৭	০৬.০২	০৬.০৩
টিহু	০৬.৩৫	০৬.৩৬	০৬.১১	০৬.১২
কৈঠালকুচি	০৬.৪৮	০৬.৪৯	০৬.২২	০৬.২৩
নলবাড়ি	০৭.১৩	০৭.১৪	০৬.৪৬	০৬.৪৭
ঘগ্রাপার	০৭.২৫	০৭.২৬	০৭.০৬	০৭.০৭
রঙিয়া জংশন	০৭.৪৫	০৭.৪৭	০৭.১৭	০৭.১৯
কেন্দুকোনা	০৮.০৪	০৮.০৫	০৭.৩০	০৭.৩১
বাইহাটা	০৮.১২	০৮.১৩	০৭.৩৮	০৭.৩৯
চাংসারি	০৮.২৩	০৮.২৪	০৭.৫৮	০৭.৫৯
আগিয়াঠুরি	০৮.৪২	০৮.৪৩	০৮.১৪	০৮.১৫
কামাখ্যা জংশন	০৮.৫৪	০৮.৫৫	০৮.২৯	০৮.৩০
গুয়াহাটি	০৯.১৫	—	০৮.৫০	—

৭৫৭২৩ নিউ বঙাইগাঁও - গুয়াহাটি ডেমু প্যাসেঞ্জার

স্টেশন	বর্তমান		সংশোধিত	
	আগমন	প্রস্থান	আগমন	প্রস্থান
নিউ বঙাইগাঁও	—	০৫.১৫	—	০৪.৪৫
মাজগাঁও অসম	০৫.২৪	০৫.২৫	০৪.৫৪	০৪.৫৫
অভয়াপুরি অসম	০৫.৩৩	০৫.৩৪	০৫.০৩	০৫.০৪
যোগীঘোপা	০৬.০৯	০৬.১০	০৫.১৭	০৫.১৮
পঞ্চরত্ন	০৬.২০	০৬.২১	০৫.২৮	০৫.২৯
গোয়ালপাড়া টাউন	০৬.৩১	০৬.৩২	০৫.৩৯	০৫.৪০
কৃষ্ণাই	০৬.৪১	০৬.৪২	০৫.৪৯	০৫.৫০
দুধনৈ	০৬.৫৮	০৬.৫৯	০৬.০২	০৬.০৩
আমজঙ্গা	০৭.০৮	০৭.০৯	০৬.১২	০৬.১৩
রংজুলি	০৭.১৯	০৭.২০	০৬.২৮	০৬.২৯
ধুপধরা	০৭.২৯	০৭.৩০	০৬.৩৮	০৬.৩৯
সিঙারা	০৭.৩৯	০৭.৪০	০৬.৪৮	০৬.৪৯
বকো	০৭.৪৮	০৭.৪৯	০৬.৫৭	০৬.৫৮
বামুনিগাঁও	০৭.৫৭	০৭.৫৮	০৭.০৬	০৭.০৭
ছয়গাঁও	০৮.০৬	০৮.০৭	০৭.১৫	০৭.১৬
মির্জা	০৮.১৯	০৮.২০	০৭.৫৫	০৭.৫৬
আজারা	০৮.৩১	০৮.৩২	০৮.২৪	০৮.২৫
কামাখ্যা জংশন	০৯.০৫	০৯.০৭	০৮.৪৫	০৮.৪৭
গুয়াহাটি	০৯.২৫	—	০৯.০৫	—

৫৫৬০৪ মৈরাবাড়ি - গুয়াহাটি কলংপার প্যাসেঞ্জার

স্টেশন	বর্তমান		সংশোধিত	
	আগমন	প্রস্থান	আগমন	প্রস্থান
মৈরাবাড়ি	—	০৪.৩৫	—	০৪.০০
ধিং (ডি)	০৪.৪১	০৪.৪২	০৪.০৬	০৪.০৭
ধিং বাজার	০৪.৪৮	০৪.৪৯	০৪.১৩	০৪.১৪
বটদ্রোবা রোড	০৪.৫৭	০৪.৫৮	০৪.২২	০৪.২৩
বালিকোটিয়া	০৫.০৪	০৫.০৫	০৪.২৯	০৪.৩০
দগাঁও	০৫.১৩	০৫.১৪	০৪.৩৮	০৪.৩৯
জুরিয়াগাঁও	০৫.২১	০৫.২২	০৪.৪৬	০৪.৪৭
তারাবাড়ি	০৫.২৯	০৫.৩০	০৪.৫৪	০৪.৫৫
রূপহিগাঁও	০৫.৩৮	০৫.৩৯	০৫.০৩	০৫.০৪
হয়বরগাঁও	০৫.৫৫	০৬.০০	০৫.২০	০৫.২৫
সেনচোয়া জংশন	০৬.০৭	০৬.০৮	০৫.৩২	০৫.৩৩
বেবেজিয়া	০৬.১৪	০৬.১৫	০৫.৩৯	০৫.৪০
ফুলাগুড়ি	০৬.২৪	০৬.২৫	০৫.৪৯	০৫.৫০
রহা	০৬.৩৪	০৬.৩৫	০৫.৫৯	০৬.০০
চাপারমুখ জংশন	০৬.৪৫	০৬.৪৭	০৬.১০	০৬.১২
ঠেকেরাগুড়ি	০৬.৫৬	০৬.৫৭	০৬.২১	০৬.২২
ধরমতুল	০৭.০৬	০৭.০৭	০৬.৩১	০৬.৩২
সোনোয়াবাড়ি	০৭.১৫	০৭.১৬	০৬.৪০	০৬.৪১
আউজারি	০৭.২৪	০৭.২৫	০৬.৫২	০৬.৫৩
জাগীরোড	০৭.৩৯	০৭.৪১	০৭.০১	০৭.০২
বরাহু	০৭.৪৮	০৭.৪৯	০৭.১১	০৭.১২
কামরূপ ক্ষেত্রি	০৭.৫৮	০৭.৫৯	০৭.৩২	০৭.৩৩
তেতেলিয়া	০৮.০৭	০৮.০৮	০৭.৪১	০৭.৪২
ডিগারু	০৮.১৭	০৮.১৮	০৭.৫৩	০৭.৫৪
পানবাড়ি	০৮.৩০	০৮.৩১	০৮.০৬	০৮.০৭
ঠাকুরকুচি	০৮.৪৩	০৮.৪৪	০৮.১৯	০৮.২০
পানিখাইতি	০৮.৫২	০৮.৫৩	০৮.২৮	০৮.২৯
নারাঙ্গি	০৯.০৩	০৯.০৪	০৮.৩৯	০৮.৪৪
গুয়াহাটি	০৯.৩৫	—	০৯.০৫	—

১৫৭৬৯ আলিপুরদুয়ার জংশন - লামডিং ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস

স্টেশন	বর্তমান		সংশোধিত	
	আগমন	প্রস্থান	আগমন	প্রস্থান
আলিপুরদুয়ার জংশন	—	০৩.৪৫	—	০৩.২০
গোসাইগাঁও হাট	০৪.২৫	০৪.২৬	০৪.০৬	০৪.০৭
চৌতারা	০৪.৩৬	০৪.৩৭	০৪.১৯	০৪.২০
ফকিরাগ্রাম জংশন	০৪.৪৯	০৪.৫০	০৪.৩১	০৪.৩২
কোকরাঝাড়	০৫.০২	০৫.০৩	০৪.৪৩	০৪.৪৫
বাসুগাঁও	০৫.১৯	০৫.২০	০৪.৫৩	০৪.৫৪
নিউ বঙাইগাঁও	০৫.৪০	০৫.৪৫	০৫.১৫	০৫.২০
বঙাইগাঁও	০৫.৫১	০৫.৫২	০৫.২৬	০৫.২৭
বিজনি	০৬.০৬	০৬.০৭	০৫.৪১	০৫.৪২
সরভোগ জংশন	০৬.২২	০৬.২৩	০৫.৫৭	০৫.৫৮
বরপেটা রোড	০৬.৩২	০৬.৩৪	০৬.০৭	০৬.০৯
পাঠশালা	০৬.৫১	০৬.৫২	০৬.২৬	০৬.২৭
টিহু	০৭.০২	০৭.০৩	০৬.৪২	০৬.৪৩
কৈঠালকুচি	০৭.৩৩	০৭.৩৪	০৬.৫৩	০৬.৫৪
নলবাড়ি	০৭.৫২	০৭.৫৩	০৭.১৩	০৭.১৪
রঙিয়া জংশন	০৮.১৮	০৮.২০	০৭.৪৫	০৭.৪৭
কামাখ্যা	০৯.১০	০৯.১২	০৯.০০	০৯.০২
গুয়াহাটি	০৯.২৭	০৯.৫৫	০৯.১৫	০৯.৩০
ডিগারু	১০.৪৩	১০.৪৪	বর্তমান সময়সূচির কোনো পরিবর্তন হয়নি।	
বরাহু	১১.০৪	১১.০৫		
জাগীরোড	১১.১৮	১১.২০		
চাপারমুখ জংশন	১১.৪৮	১১.৫০		
কামপুর	১২.১৪	১২.১৫		
যমুনামুখ	১২.২৬	১২.২৭		
হোজাই	১২.৪২	১২.৪৩		
লংকা	১২.৫৬	১২.৫৭		
লামডিং জংশন	১৪.০০	—	১৪.০০	—

উপরে উল্লেখিত পরিবর্তনের জন্য ৫৫৮১৮ গুয়াহাটি - নিউ বঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার গুয়াহাটি ও কামাখ্যা থেকে যথাক্রমে ০৮.১০ ও ০৮.৩২ মিনিটে রওয়ানা হবে। এই সিদ্ধান্ত ১৭-০১-২০১৮ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্স)

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে